দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...09 AUG 1997...
পৃঃ ৭ কলাম ৪

42

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা অব্যাহত

শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত ঃ সমস্যা নিরসনে সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই

শামীনুর রহমান শামীম ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের দাবীতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট অচলবস্থা দীর্ঘ দেড় মাসেও নিরসন হয়নি। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ ইমাম-উল হকের বিরুদ্ধে একাডেমিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ, দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অদক্ষতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ এনে ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি, কর্মচারী সমিতি, ছাত্র লীগ (শা-পা), জাতীয় ছাত্র সমাজ, ছাত্র মৈত্রী, জাতীয় ছাত্র দল এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের আন্দোলনের ফলে এই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অচলাবস্থার দীর্ঘ ৪৪ দিন অতিবাহিত হলেও বর্তমান সরকার সমস্যা নিরসনে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করলেও সমস্যা সমাধানে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ

১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্বঃ অচলাবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেনি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র আন্দোলন সত্ত্বেও বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরকে স্বপদে বহাল রাখা হবে কি-না তা নিয়ে সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্ভোগ এখন চরমে। দীর্ঘ দেড় মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্যা নিরসনে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় সবার মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এদিকে বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের দাবীতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে এবং কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, ভিসি'র বাসভবন ঘেরাওসহ বিভিন্ন কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি, শিক্ষক সমিতির দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করায় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও সমস্যা নিরসনের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, ছাত্র গণজমায়েত ও ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ প্রভৃতি কর্মসূচী পালন করেছে। ভিসিবিরোধী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ এখন ইঃবিঃ ক্যাম্পাস। আন্দোলনের মুখে ভাইস চ্যান্সেলর দীর্ঘ দেড় মাস যাবত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি অবস্থান করছেন কুষ্টিয়াস্থ অস্থায়ী বাসভবনে। ছাত্রলীগ এ যাবত বহুবার উক্ত বাসভবন ঘেরাও করেছে। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করেছে ৩ বার। ভিসি'র বাস ও পরিবহন ভাংচুর করেছে। বর্তমানে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে ম্যাজিস্ট্রেটসহ সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরাধীনে আছেন। তিনি সিন্ডিকেট বৈঠক আহবান করলেও ছাত্রলীগের বাধার মুখে দু'দুবার তা পন্ড হয়ে যায়। গত ২৬ জুন ছাত্রলীগ ভিসি'র বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবীতে ভিসি অফিস ভাংচুর করে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সেই থেকে মেইন গেট একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলছে। বন্ধ রয়েছে ক্লাস-পরীক্ষাসহ যাবতীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ। বিঘ্নিত হচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এমনিতে ৩ বছর সেশন জট বিরাজ করছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে শিক্ষা জীবন সেশন জটের করাল গ্রাসে নিপতিত হবে– এ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার দলীয় শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরাম, জিয়া পরিষদ এবং ইসলামপন্থী গ্রীন ফোরামের শিক্ষকবৃন্দ এক যৌথ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। উক্ত বৈঠকে সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সরকারের নীরবতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। শাপলা ফোরাম বলেছে, বর্তমান ভিসি'র অদূরদর্শিতার জন্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বর্তমান ভিসি'র অপসারণের কোন বিকল্প নেই। জিয়া পরিষদ বলেছে, বর্তমান সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এর সমস্যার সমাধান করছে না। গ্রীন ফোরাম এবং জিয়া পরিষদ অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে একজন সৎ, যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রবীণ শিক্ষাবিদকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বলেছে, শহীদ জিয়া প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত বর্তমান সরকার।